দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...10 JAN 2008...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

খুবি প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার হাজার হাজার নকল ফরম বিক্রি

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ নকল ফরমের প্রবেশপত্রের বিপরীতে রোল নম্বর দেখতে এসে বুধবার সকালে জীববিজ্ঞান স্কুল অফিসে ধরা পড়ে গেল ৩ ছাত্র। গত বছর জীববিজ্ঞান স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফরম জালিয়াতির কারণে এ বছর যাতে-এ রকম ঘটনা না ঘটে সেজন্য এই স্কুলের ভর্তি ফরম ইন্টারনেটে ছাড়া হয়। কিন্তু তার পরেও শেষ রক্ষা হলো না। গতবারের মতো এবারও ফরম জালিয়াতি হলো, তবে একটু ভিন্ন কৌশলে।

ধৃতদের মধ্যে আজাহারুল ইসলাম বকুল নামে একজন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বাকি দু'জন হলো বিএল কলেজের মাস্টার্সের ছাত্র মোঃ নজরুল ইসলাম এবং নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা ক্যাম্পাস শাখার ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্র শেখ রিয়াদ আলী। তারা তিন জনই ফোকাস ও রেডিয়েন্ট কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত বলে স্বীকার করেছে।

এসব বিষয়ে জীববিজ্ঞান স্কুলের ভর্তি কমিটির সভাপতি ও তিন অধ্যাপক ড. রকিব উদ্দিন সাংবাদিকদের ফরম জালিয়াতি চক্রের কথা স্বীকার করে বলেন, এরা সবাই ফরম জালিয়াতি চক্রের সদস্য, না জানি কতগুলো ফরম এরা নকল করে বিক্রি করেছে। তবে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। তিনি আরও বলেন এবার জীববিজ্ঞান অনুষদে ৭ ডিসিপ্লিনে ৩৫ জন করে মোট ২৪৫ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। এ আসনের বিপরীতে ফরম জমা দিয়েছে ৪,৩২৫ পরীক্ষার্থী। নকল ফরমের কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারবে না বলে জানান। আগামী ১২ জানুয়ারি শনিবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা নকল ফরম বিক্রির পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শক্তিশালী

জালিয়াত চক্রের তিন ছাত্র গ্রেফতার

সিন্ডিকেট কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন। আরবান এবং কম্বাল প্লানিং ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. শামীম মাহবুবুল হক অভিযোগ করে বলেন, গতবারের ফরম জালিয়াতির ঘটনাটি যথাযথ তদন্ত না হওয়ার কারণে এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। গতবার যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজনই জড়িত ছিল, সেহেতু এবারেও সেই চক্র জড়িত বলে তিনি মনে করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কয়েক শিক্ষক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

খুবি প্রথম বর্ষ (১২-এর পাতার পর)

এরা বার বার পার পেয়ে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত গত বছরের ফরম জালিয়াতির ঘটনায় ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের এক শিক্ষকের ভাই সেকশন অফিসার মাহমুদুল হাসান শিমুল জড়িত ছিল। এ ব্যাপারে গতবার একটি মামলা হয়। গতবারের আসামীরা সবাই জামিনে আছেন বলে জানা গেছে।

জীববিজ্ঞান স্কুলের সহকারী রেজিস্ট্রার অলোকা রানী দাস জানান, গতকাল সকালে এই তিন ছাত্র বেশ কিছু প্রবেশপত্র নিয়ে এসে ফরম নম্বরের বিপরীতে রোল নম্বর দেখতে চায়। কিন্তু প্রবেশপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিল, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সই এবং ফরম নম্বরের ডিজিট দেখে তার সন্দেহ হয়। সাথে সাথেই আসল ফরমের প্রবেশ পত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা যায় ফরমটি আসলে ভুয়া। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়িকে জানানো হলে পুলিশ তাদের আটক করে নিয়ে যায়। এরপর দুপুরে তাদের বটিয়াঘাটা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে বটিয়াঘাটা থানায় একটি মামলা করেছেন। বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ মামলাটি নথিভুক্ত করার কথা স্বীকার করেন।